২৫৪ (মঠে লিখিত, শেষাংশ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে)

228 W. 39th St., নিউ ইয়র্ক ১৭ জানুআরি, ১৮৯৬

অভিন্নহ্রদয়েষু --

তোমার দুইখানি পত্র আসিয়াছে ও রামদয়ালবাবুর দুইখানি পত্র পাইয়াছি। Bill of Lading (বিল) পৌঁছয়াছে, পরন্তু মাল আসিবার অনেক দেরি। শীঘ্র পৌঁছিবার বন্দোবস্ত না করিয়া পাঠাইলে মাল আসিতে ছয় মাস লাগিয়া যায়। হরমোহন চার মাস পূর্বে লিখেন যে, রুদ্রাক্ষ ও কুশাসন পাঠান হইয়াছে; তাহার খোঁজ-খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ মাল ইংলন্ডে পৌঁছিলে এখানকার Agent of the Company (কোম্পানির এজেন্ট) আমাকে notice (খবর) দেয়, তারপর মাসখানেক পরে মাল পৌঁছায়। তোমাদের Bill of Lading (বিল) প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছে, এখনও notice-এর (খবরের) দেখা নাই! কেবল খেতড়ির রাজার মাল শীঘ্র পৌঁছায়, বোধ হয় তিনি অনেক খরচ করে পাঠান। যাহা হউক, এ দুনিয়ার অপরদিকে, পাতালপুরে যে মাল নির্ঘাত পৌঁছে যায়, এই পরম ভাগ্য। মাল পৌঁছলেই তোমাদের খবর দেব। এখন তিন মাস অন্ততঃ চুপ করে থাক।

তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও। রামদয়ালবাবুকে বলিবে যে, তিনি যে-ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত হইলেও আমেরিকায় এক্ষণে কাহাকেও আনিবার আমার সাধ্য নাই। L'argent mon ami, l'argent -- টাকা, ইয়ার, টাকা কোথায়?

... তোর টিবেটের (তিব্বতের) কি খবর? 'মিররে' ছাপা হলে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিস। ... হটোপাটিতে কি কাজ হয়? ... লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব -- যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে , থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। তুই শশী আর গঙ্গাধর -- এই তিনজন দেখছি faithful, ... তোদের মুখে হাতে বাগ্দেবী বসবেন -- ছাতীতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন -- তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে। তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, তা 'হরি' -- এই নামে নয়। ঐ যে গস্ভীর গস্ভীর নাম 'অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভঞ্জন, অশেষ-নিঃশেষকল্যাণকর' প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুশ পালায়। -- নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধ হয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানে নামি করেছ! কিমধিকমিতি --

বিবেকানন্দ

পুঃ -- বাঙলা দেশটা আর ভারতবর্ষটা চেলে ফেল দেখি। জায়গায় জায়গায় Centre (কেন্দ্র) কর।

ভাগবত এসে পৌঁছেছে -- Edition (সংস্করণ) বড়ই সুন্দর -- কিন্তু এ-দেশের লোকের সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আদৌ নাই। এজন্য বিক্রি হবার আশা বড়ই কম। ইংলন্ডে হতে পারে, কারণ সেখানে অনেক লোকে সংস্কৃত চর্চা করে। প্রণেতাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ দিবে। আশা করি তাঁহার মহৎ উদ্যম সুসম্পন্ন হবে। আমার যথাসাধ্য যত্ন করব, তাঁর বই যাতে এখানে বিক্রি হয়। তাঁর Prospectus (গ্রন্থাভাস) সমস্ত জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দয়ালবাবুকে বলবে যে, মুগের দাল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলন্ড ও আমেরিকায় একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে। দাল-soup will have a go if properly introduced. (ঠিকমত শুরু করিতে পারলে দালের যূষের বেশ কদর হবে)। যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গায়ে রাঁধবার direction (প্রণালী) দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পাঠান যায় তো খুব চলতে পারে। ঐ প্রকার বড়িও খুব চলবে। উদ্যম চাই -- ঘরে বসে ঘোড়ার ডিম হয়। যদি কেউ একটা Company form (কোম্পানি গঠন) করে, ভারতের মালপত্র এদেশে ও ইংলন্ডে আনে তো খুব একটা ব্যাবসা হয়। নিরুদ্যম হতভাগার দল -- দশবৎসরের মেয়ের গর্ভাধান করতে কেবল জানে, আর জানে কি?